সংবাদ

3 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

শিক্ষা-অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় খতিয়ে দেখা হবে

● শিক্ষকদের রাজপথ থেকে ঘরে ফেরার অনুরোধ শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এমপিওভুক্তিসহ সব ধরনের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় খতিয়ে দেখবে সরকার। প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদানের (এমপিও) অর্থের যথাযথ ব্যবহার, ছাত্রছাত্রীদের বেতনের টাকা, এনজিও ও দাতা সংস্থার অনুদানসহ অন্যান্য অনুদানের অর্থের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কী না তা নিয়মিত মনিটরিং করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাবও নেয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক যৌথ সভায় গতকাল এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে

বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক ৩

বেসরকারি : প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল দুপুরে নিজ দফতরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

সভা সূত্র জানায়, আগামীতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে প্রভাবশালী বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে না। এমপিওভুক্তির যোগ্য এমন প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তিন মাসের মধ্যে একটি জরিপ প্রতিবেদন তৈরির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং ব্যানবেইস'কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (হাইস্কুল, কলেজ; কারিগরি ও সমমানের মাদ্রাসা) শতভাগ বেতন-ভাতা সরকার দিচ্ছে। তাই এমপিও খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কী না, নিয়মিত লেখাপড়া হচ্ছে কী না ও পড়ালেখার মানোন্নয়ন হচ্ছে কী না তা মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হবে। শূন্যপদ ও ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের এমপিও শীঘ্রই ছাড় করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

তিনি জানান, বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাড়াতে অর্থ মন্ত্রণালয় রাজি হয়েছে। তবে কত টাকা বাড়ানো সম্ভব হবে তা শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আলোচনা করে নির্ধারণ করবে।

আন্দোলনরত নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যা নিরসনের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ সমস্যা এখন চাইলেই সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পথ বের করতে চেষ্টা করছি। তিনি এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলশিক্ষকদের রাজপথ ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষকদের 'মাথার মনি' হিসেবে অভিহিত করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তারা আমাদের শিক্ষক। আজ তাদের জন্যই আমরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। কিভাবে অর্থ বরাদ্দ আরও বাড়ানো যায় সে বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষকের সমস্যার সমাধান হবে বলেও জানান তিনি।

শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে অর্থমন্ত্রী কী বলেছেন– এ প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তা অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নিন। তবে বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

প্রসঙ্গত, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছেন। দাবি না মানা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবেন না বলে এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।

এদিকে এমপিওভুক্তিসহ পাঁচ দফা দাবিতে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গতকাল সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাব-পল্টন মোড় এলাকা অবরোধ করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে গতকাল শিক্ষামন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন।

রাজপথে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষকের সমস্যার সমাধান করা হবে। একবারে কোন কিছু সম্ভব নয়। বর্তমানে ৫ লাখেরও বেশি শিক্ষক 'চারী রয়েছে, যাদের বেতন-ভাতা বাবদ ৬ হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে বলে জানান তিনি। তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের মাধ্যমে আন্দোলনরত শিক্ষকদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের প্রায় ৬০ ভাগই শিক্ষকদের বেতন বাবদ খরচ হয় জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সাবেক জোট সরকারের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বর্তমান সরকারের সময়ে তা উন্মুক্ত করা হয়েছে। এই সরকার এক হাজার ৬২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছে। ২৬ হাজার ৪শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত আছে, যারা সময়মতো বেতন-ভাতা পেয়ে আসছেন বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।